যুগান্তর

তারিখ 30 JAN 2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

20 Report

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

ভিসির বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ

মুসতাক আহমদ

আইন, বিধিবিধান মেনে চলছে না জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশও লংঘন করা হচ্ছে। উপাচার্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ ও বিধিবিধান লংঘন করে চলেছেন। তবে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের ভাষ্য হচ্ছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন ভালোমানুষও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তিনি অনিয়ম-দুর্নীতি করছেন না, বরং বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত দেড় দশক ধরে অনিয়ম ও দুর্নীতির যে অচলায়তন তৈরি হয়েছে, তা ভাঙছেন। সরকারি নির্দেশনাপ্রাপ্ত হয়েই চলছে তার এই শুদ্ধি অভিযান। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ ইতিপূর্বে কেউই মানেনি।

গত ২৬ ডিসেম্বর সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ওয়াকিল আহমেদ এবং উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক জামালউদ্দিনের অপসারণের পর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের দায়িত্ব লাভ করেন তৎকালীন উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ রাশিদুল হাসান। দায়িত্ব গ্রহণের ৭ দিনের মাথায় ২ জানুয়ারি দ্বিতীয় বর্ষ অনার্সের (পার্ট-২) নির্ধারিত ব্যবসায় গণিত বিষয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়। সেই ঘটনায় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আবদুল হামিদকে সরিয়ে দেয়ার মাধ্যমে মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছোট-বড় পদে রদবদল শুরু হয়। এর আগে অবশ্য তিনি অফিসকে পছন্দের লোক দিয়ে ঢেলে সাজানোর প্রক্রিয়া শুরু করেন। এ পর্যন্ত তিনি

অভিযোগ : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৩

অভিযোগ : অনিয়ম

(১ম পৃষ্ঠার পর) বিভিন্ন পদে ঢালাও রদবদল করেন। এই রদবদল আর ঢেলে সাজানো প্রক্রিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ ও নিয়মনীতি লংঘন, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ ও নিজ এলাকার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পুনর্বাসনের অভিযোগ ওঠে।

গত ১৩ জানুয়ারি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনসহ শীর্ষ পর্যায়ের ২২ জন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব বণ্টন-পুনর্বণ্টন করা হয়। এ ব্যাপারে মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ অমান্যের অভিযোগ সবচেয়ে প্রকট। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র ডিন অধ্যাপক শের মোহাম্মদকে পদাবনতি ঘটিয়ে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব দেয়া হয়। ওইদিনই রেজিস্ট্রার শামসেরউজ্জামানকে বদলি করা হয় তার আগের মানবসম্পদ বিভাগে। একই দিন সহযোগী অধ্যাপক ড. ফকির রফিকুল আলমকে স্নাতকপূর্ব শিক্ষার ডিন করা হয়। স্নাতকোত্তর শিক্ষার ডিন করা হয় সহযোগী অধ্যাপক ড. আবু রায়হানকে এবং সহযোগী অধ্যাপক মহাম্মদ বিন কাসেমকে কারিকুলাম ও উন্নয়ন বিভাগের ডিন হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ-১৯৯২ অনুযায়ী এদের কারও ডিন হওয়ার যোগ্যতা নেই। অধ্যাদেশ অনুযায়ী কেবল অধ্যাপকরাই ডিন হওয়ার যোগ্য, সহযোগী অধ্যাপকরা নন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ১৯৯২-এর ৮৬৭৩(৬) অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের মধ্য থেকে কৃতিত্ব ও শিক্ষা প্রশাসনে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সিন্ডিকেট কর্তৃক উপাচার্যের সুপারিশক্রমে চার বছরের জন্য একজন ডিন নিয়োগ দিতে হবে। একজন ডিন পুনর্নিয়োগের জন্য বিবেচিত হবেন। ডিন স্কুল ও কেন্দ্রের সার্বক্ষণিক একাডেমিক এবং নির্বাহী কর্মকর্তা হবেন। উপাচার্যের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে নিজ প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন পরিচালনা এবং প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকবেন। অথচ ডিনকে স্থানান্তর করা এবং নতুন তিনজন ডিন নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ মানা হয়নি।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কোর্সের প্রশ্নপত্র ফাঁসের ক্ষেত্রে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অফিস ও কনভারসেশন শাখার জড়িত থাকার প্রমাণ মিললেও তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। ২ জানুয়ারির পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট গত বৃহস্পতিবার জমা পড়েছে উপাচার্যের হাতে। এর আগে গত ১১ নভেম্বরের ইংরেজি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায়ও গঠিত তদন্ত রিপোর্ট এখন কর্তৃপক্ষের হাতে। রিপোর্টে ইংরেজি ও ব্যবসায় গণিতের প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় পরীক্ষা কমিটি, কনভারসেশন শাখা ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিসের সংশ্লিষ্টতার কথা বলা হয়েছে। অথচ এসব শাখার কারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। উপাচার্য বলেন, প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত কারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যায় না।

জানা গেছে, ইতিপূর্বে দু'বার প্রশ্নপত্র ফাঁসের কারণে বাতিল হওয়া ইংরেজি পরীক্ষা আজ ও আগামীকাল নেয়া হচ্ছে। অনার্স পার্ট-২ শাখার এই পরীক্ষার দায়িত্বে ছিলেন উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মেজবাহ উদ্দিন (প্রধান)। এছাড়াও সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তাহির জামিল শিপু, রফিকুল আকবর এবং জন্ড উপাচার্য এই পরীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কনভারসেশন শাখার দায়িত্বে ছিলেন সৈয়দা সায়েরা সুলতানা এবং মেজবাহ উদ্দিন। ব্যবসায় গণিত বিভাগের প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় তদন্ত কমিটি গত বৃহস্পতিবার যে রিপোর্ট জমা দিয়েছে তাতে প্রশ্ন ফাঁসের জন্য পরীক্ষা কমিটির তিন শিক্ষককে দায়ী করা হয়েছে। পাশাপাশি কমিটি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিস ও কনভারসেশন শাখার কর্মকর্তাকেও দায়ী করেছে। সে হিসাবে পরীক্ষার দায়িত্ব পালনকারী উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মেজবাহ উদ্দিন কিছুতেই দায়-দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। অথচ ওই প্রশ্নপত্র ফাঁসের দায় চাপিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে ৩ জানুয়ারি প্রধান পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ ইব্রাহিমকে বরখাস্ত করা হয়। জানা গেছে, প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়ে তদন্ত কমিটি প্রধান পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কোন সংশ্লিষ্টতা পায়নি। কিন্তু তদন্তের আগেই সরাসরি দায়িত্বপ্রাপ্তকে বাদ দিয়ে বিভাগের প্রধানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণকে উপাচার্যের ব্যক্তিগত আক্রোশের ফল বলে সংশ্লিষ্টরা অভিযোগ করেন।

উপাচার্য পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ ইব্রাহিমকে সরিয়ে তার স্থলে মোঃ আবদুল হামিদ নামে যাকে বসিয়েছেন তার বিরুদ্ধে খাতা জালিয়াতি, কম্পিউটার ক্রয় কাজ থেকে আর্থিক সুবিধা গ্রহণের মতো বেশকিছু অভিযোগ রয়েছে। সূত্র জানায়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি (পাস) ২০০৬ সালের ইংরেজি এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় পত্রের উত্তরপত্র বিতরণের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম ভঙ্গ করে উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের শিক্ষকদের খাতা দেন। তখন তিনি কুমিল্লা জেলার লাকসাম থানার ছোট শরিফপুর কলেজের শিক্ষক সাদেক চৌধুরীকে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে দেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী তিন বছর ডিগ্রি কলেজে শিক্ষকতা করছেন তারাই একমাত্র উত্তরপত্র পাওয়ার যোগ্যতা রাখেন। ওই ঘটনা তদন্তে বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত উপ-রেজিস্ট্রার অধ্যাপক শের মোহাম্মদকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে। এছাড়া কুড়িগ্রামের মৌলভী মহিলা কলেজের শিক্ষক আবদুস সামাদকে ইংরেজির খাতা মূল্যায়ন করতে দেন। এই ঘটনায়ও তদন্ত তখন উপ-রেজিস্ট্রার সিরাজুল ইসলাম (আহ্বায়ক) ও হাবিবুর রহমানকে সদস্য করে দুই সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কমিটির রিপোর্টে উত্তরপত্র বিতরণের ক্ষেত্রে অনিয়মের বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে বলে জানা যায়। তদন্ত রিপোর্ট সম্পর্কে কমিটির আহ্বায়ক ড. ফকির রফিকুল আকবর বলেন, ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে সিন্ডিকেট ব্যবস্থা নেবে।

এ ব্যাপারে উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ রাশিদুল হাসানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, গত ১৫ বছর ধরেই অধ্যাদেশ মানা হচ্ছে না। ডিনের পদ খালি থাকায় নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থেই করা হয়েছে। সিন্ডিকেট অযোগ্য মনে করলে বাতিল করা হবে। আবদুল হামিদের দুর্নীতি ও খাতা জালিয়াতির ব্যাপারে তিনি বলেন, তিনি এসব জানতেন না। কেউ দোষী হলে তার বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হবে। মোহাম্মদ ইব্রাহিমকে সাময়িক বরখাস্ত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, অ্যাপয়েন্টমেন্ট দায়-দায়িত্ব তার ওপরই পড়ে, তাই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। দোষ প্রমাণিত না হলে বহাল করা হবে।